আশুরার ফাযায়েল ও নামায

১। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ– নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ- যে ব্যক্তি মুহাররমের দশম রাত্রিতে জাগরন করে ইবাদত করবে, আল্লাহপাক তাকে উত্তম জীবন দান করবে। (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন ৪২৮পৃঃ)

২। হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি আশুরার রাত্রিতে ইবাদত করবে এবং দিনে রোয়া পালন করবে, তার মৃত্যু হবে কষ্টহীনভাবে ও অতি আরামে, (ঐ-৪২৭ পৃঃ)। (দুই দিন রোযা রাখা উত্তম)

নামায

৩। বুযুর্গানেদ্বীন ও উলামায়ে কেরাম বলেছেন ঃ– আশুরার রাত্রে ২ রাকআত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকআতে ছুরা ফাতেহা একবার এবং ছুরা ইখলাস তিনবার করে পড়বে। এতে আল্লাহ্ তায়ালা তার কবরকে রৌশন করে দিবেন।

৪। দ্বিতীয় নিয়মঃ এক নিয়তে ৪ রাকআত নফল নামায। প্রতি রাকআতে ছুরা ফাতেহা একবার এবং ছুরা ইখলাছ পঞ্চাশ বার পড়বে। আল্লাহ তায়ালা অতীতের ৫০ বৎসর এবং ভবিষ্যতের ৫০ বৎসরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

৫। তৃতীয় নিয়ম ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন-আশুরার রাত্রে ৪ রাকআত নফল নামায- প্রতি রাকাআতে ছুরা ফাতেহা একবার, সুরা ইখলাস তিনবার, এবং আয়াতুল কুরছি ১ বার পড়বে। নামায শেষে ছুরা ইখলাছ একশতবার পড়বে। এতে গুনাহ মাফ হবে এবং জান্নাতে অসীম নেয়ামতের অধিকারী হবে। রাহাতুল কুলুব গ্রন্থে বলা হয়েছে– উক্ত নামায প্রতি রাকআতে ছুরা ফাতেহা ১ বার, সুরা ইখলাস ১০ বার এবং আয়াতুল কুরছি ৩ বার পড়বে। (রাহাতুল কুলুব ২২৫ পৃষ্ঠা)

৬। ৪র্থ নিয়মঃ গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে ১০০ রাকআত সালাতুল খায়ের নামাযের নিয়ম বলা হয়েছে। দুই রাকআত করে ৫০ নিয়তে ১০০ রাকআত আদায়যোগ্য। প্রতি রাকআতে ১ বার ছুরা ফতিহা এবং ১০ বার ছুরা ইখলাছ পাঠ করবে। এতে আল্লাহ তায়ালা ৭০টি রহমতের নযর করবেন। সর্বনিম্নটি হলো জীবনের গুনাহ মাফ।